গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ২৭ সংখ্যা | ১৪ - ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

গাজা দখলে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণার তীব্র নিন্দা

গাজা ভূখণ্ড দখল করতে চেয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করে এসইউসিআই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৬ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

গাজা ভূখণ্ডে বসবাসকারী প্যালেস্টিনীয়দের অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ড 'দখল' এবং তার ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ট্রাম্পের ঘোষণা গোটা দুনিয়াকে হতচকিত করেছে। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সাথে যৌথ এক সাংবাদিক বৈঠকে ট্রাম্পের এই উদ্ধত ঘোষণা দশকের পর দশক ধরে চলা ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিন নীতির আসল উদ্দেশ্যকে এক ধাক্কায় উন্মুক্ত করে দিল। ট্রাম্প বলেন, আশা করছি প্যালেস্টিনীয়রা তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাবে। তাঁর এই বক্তব্য জাতি-নির্মূলকরণেরই সমতুল্য। এই উক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভুসুলভ এবং লুঠেরা চরিত্রকে আরও একবার স্পষ্ট করে দিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবাধীন অঞ্চলকে বাড়িয়ে তোলার প্রচেষ্টাকে এক ধাপ ছাপিয়ে নতুন নতুন ভূখণ্ড, এমনকি সার্বভৌম দেশগুলিকেও কার্যত মার্কিন উপনিবেশে পরিণত করার হুঙ্কার শোনা গেল এই ঘোষণায়। ক'দিন আগেই ট্রাম্প ডেনমার্কের অধীন স্বায়ত্তশাসিত গ্রিনল্যান্ডকে দখল করার কথা বলেছেন।

আমরা আবারও বলতে চাই, শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির কারণে মানবসভ্যতার ঘৃণ্য শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এমন বেপরোয়া, লাগামহীন হয়ে উঠতে পেরেছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের বিশ্বব্যাপী এই

সাতের পাতায় দেখুন

২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল
রাজনৈতিক দলগুলির কার কী ভূমিকা

রাজ্যের প্রায় ২৬,০০০ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল নিয়ে সম্প্রতি ব্যাপক চর্চা চলছে। এ নিয়ে মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে। পরপর শুনানি হচ্ছে। ভুক্তভোগী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে দীর্ঘ ধরনা চলছে। কলকাতার বুকে মাঝে মাঝে মিছিল সংগঠিত হচ্ছে। গত বছর ২২ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-কে নির্দেশ দেয় ২০১৬ সালের প্রথম স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্টের (এসএলএসটি-১) ভিত্তিতে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিল করতে হবে। কারণ এই প্যানেলে নিয়োগ নিয়ে ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকারের নেতা-মন্ত্রী ও আমলাদের ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি ধরা পড়েছে। এই দুর্নীতির অভিযোগে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান, এসএসসি-র চেয়ারম্যান সহ অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন। কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের ঘটনা সামনে এসেছে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে প্রথমে রঞ্জিত বাগ কমিটি গঠিত হয়। পরে সিবিআই এই দুর্নীতির তদন্তে নামে। তাদের রিপোর্টেও এই নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। 'চালে কাঁকর বাছতে' না পেরে নাকি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ 'ঢাকি সমেত বিসর্জনে'র নামে এই প্যানেল বাতিল করেছে। ১০ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে দেখা গেল, হাইকোর্টের রায়কেই কার্যত সমর্থন করেছে সিবিআই। তারা কাঁকর বাছার পরিশ্রমটুকু করতে নারাজ। অথচ এ জন্যই তাঁদের মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে।

এরপর ভুক্তভোগী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের একটা বড় অংশ হাইকোর্টের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে। সংগঠনগত ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি (এসটিইএ)

সাতের পাতায় দেখুন

ন্যায়বিচারের দাবিতে আর জি করে সমাবেশ

৯ ফেব্রুয়ারি অভয়ার জন্মদিনে 'ক্রাই অফ দি আওয়ার' মূর্তির সামনে ডব্লিউবিজেডিএফ-এর ডাকে অঙ্গীকারের জমায়েত। উপস্থিত ছিলেন এমএসসি, এসডিএফ ও এনইউ-এর সদস্য এবং বিপুল সংখ্যক নাগরিক। বক্তব্য রাখেন ডব্লিউবিজেডিএফ-এর নেতা অনিকেত মাহাত, দেবাশিস হালদার প্রমুখ, প্রবীণ চিকিৎসক দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক বিপ্লব চন্দ্র, এসডিএফের রাজ্য সম্পাদক সজল বিশ্বাস সহ বিশিষ্ট নাগরিকরা।

ভারতীয় অভিবাসীদের প্রতি আমেরিকার আচরণ সভ্যতাবিরোধী

হাতে হাতকড়া, পায়ে শিকল। যন্ত্রণা, অপমান, হতাশা আর আশঙ্কায় নুয়ে পড়েছে মাথা। দেশে ফিরলেন সর্বস্বান্ত ১০৪ জন অভিবাসী ভারতীয়। বিদেশে পশু চালান দিতেও যেটুকু স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে হয়, ভারতীয়দের জন্য এটুকু ব্যবস্থা নেওয়ারও তোয়াক্কা করেননি আমাদের প্রধানমন্ত্রীজির পরম বন্ধুনবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ৪০ ঘণ্টা ধরে সামরিক বিমানে উড়িয়ে ৫ ফেব্রুয়ারি হরিয়ানা, গুজরাট, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা এই মানুষগুলিকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতের অমৃতসর বিমানবন্দরে। এঁদের মধ্যে আছেন ১৯ জন মহিলা ও ১৩টি শিশু।

ভারতীয় হিসেবে দেশের মানুষের এমন অপমানে দেশবাসীর মাথা যখন লজ্জায় নিচু হয়ে যাচ্ছে তখন সংসদে দাঁড়িয়ে বিদেশমন্ত্রী আমেরিকার দোষ ঢাকতে সওয়াল চালিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, বেআইনি অভিবাসীদের দেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে ওখানকার নাকি এমনই নিয়ম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে যথারীতি কথাটি নেই।

এই ১০৪ জনের অপরাধ ছিল একটাই— যে কোনও উপায়ে একটা কাজ জোগাড় করে দু-মুঠো খাবারের সংস্থান করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। চেয়েছিলেন পরিজনদের নিয়ে একটা সুস্থিত জীবন কাটাতে। দেশে কাজ পাওয়া দুষ্কর। তাই চাষের জমি বেচে, বাড়ি কিংবা সোনার গয়না বন্ধক দিয়ে, সারা জীবনের যাবতীয় সঞ্চয় উজাড় করে জোগাড় করা লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁরা তুলে দিয়েছিলেন এজেন্টদের হাতে। ভরসা ছিল, এদের হাত ধরে আমেরিকায় ঢুকে যেতে পারবেন তাঁরা। আর তারপর কোনও রকমে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারলেই মিলবে নিশ্চিন্ত জীবন। কতখানি নিরুপায় হলে মানুষ এতখানি ঝুঁকি নেয়, বুঝতে অসুবিধা হয় না।

এরপর এজেন্টের কথামতো কেউ কাতারে পৌঁছেছেন, কেউ বা

দুয়ের পাতায় দেখুন

এসএলএসটি-দের উপর পুলিশি অত্যাচারের তীব্র নিন্দা

২০১৬ সালের এসএলএসটি শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের উপর পুলিশি অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৭ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

২০১৬ এসএলএসটি শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের দাবি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। শিক্ষকদের মধ্যে যোগ্য-অযোগ্য পার্থক্য করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। তা না করার ফলে হাজার হাজার যোগ্য শিক্ষকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় ডুবে গেছে। যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি বহাল রাখার দাবির প্রতি সহমর্মিতা না দেখিয়ে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সরকার তাঁদের উপর পুলিশি অত্যাচার নামিয়ে আনল। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি।

আমাদের দাবি অবিলম্বে সরকারকে যোগ্য-অযোগ্য পার্থক্য করে তাঁদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে হবে।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের সম্মেলন ফরাক্কায়

গ্রামীণ চিকিৎসকদের সংগঠন পিএমপিআই-এর তৃতীয় ব্লক সম্মেলন হল ২ ফেব্রুয়ারি, মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় সৈয়দ নুরুল হাসান কলেজে।

উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা ডাঃ তরুণ মণ্ডল, রাজ্য সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম, কোষাধ্যক্ষ ডাঃ তিমিরকান্তি দাস, জেলা সভাপতি ও সম্পাদক ডাঃ সামসুল হক এবং মিঃ গোলাম রসুল প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন ব্লক সভাপতি দেবাশীষ ব্যানার্জী। উত্থাপিত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন ডব্লিউবিজেডিএফ-এর নেতা তথা অভয়া আন্দোলনের অন্যতম মুখ ডাঃ গৌরাঙ্গ প্রামাণিক সহ বহু চিকিৎসক ও বিশিষ্ট নাগরিকরা। সভায় অভয়ার ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে যুক্ত অপরাধীদের গ্রেপ্তার এবং শাস্তির দাবি সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। প্রায় তিনশো প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গৌতম মণ্ডলকে সভাপতি এবং ওবায়দুর রহমানকে সম্পাদক করে ৩৮ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

এই আচরণ সভ্যতাবিরোধী

একের পাতার পর

দুবাইয়ে। তারপর তাঁদের শামিল হতে হয়েছে এক ভয়ংকর অভিযানে। আমেরিকায় পৌঁছে যে কোনও ভাবে একটা কাজ পাওয়ার স্বপ্ন ধাওয়া করতে করতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে তাঁরা একটার পর একটা পাহাড় ডিঙিয়েছেন। গভীর জঙ্গলের বিপদসংকুল পথ ধরে হেঁটেছেন মাইলের পর মাইল। পথকষ্টে মৃত সাথীকে রাস্তায় ফেলে রেখেই কান্না গিলে এগিয়ে যেতে হয়েছে তাঁদের। ডিঙি নৌকায় প্রাণ হাতে করে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন। পার হয়েছেন দক্ষিণ আমেরিকার একের পর এক দেশ। তারপর আমেরিকায় ঢোকার মুখে মেক্সিকো সীমান্তে ধরা পড়েছেন এবং চালান হয়ে গিয়েছেন বেআইনি অভিবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট কারাগারগুলিতে। সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে তাঁদের। অবশেষে দেশের মাটিতে পা রেখেছেন নিঃস্ব রিক্ত অপমানিত সর্বস্বহারা ১০৪ জন মানুষ। প্রথম বারে এই ক'জনকে ফেরত পাঠানো হল। এরপর ধাপে ধাপে আরও ১৮ হাজারের বেশি ভারতীয়কে নাকি দেশে ফেরাবে ট্রাম্প প্রশাসন।

যে আমেরিকা বিশ্বের গণতন্ত্র রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে নিজের ঢাক পেটায়, একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিকদের প্রতি তার প্রশাসনের এই বর্বর আচরণকে ধিক্কার জানানোর ভাষা নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, দেশের প্রতিনিধি হিসেবে এই আচরণের নিন্দায় প্রধানমন্ত্রীর মুখে একটিও কথা শোনা গেল না কেন? যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের তৈরি অভিবাসী নীতির কারণে মার্কিন প্রশাসনের এই অভব্য আচরণ, কিছুদিন আগে আমেরিকায় গিয়ে সেই ট্রাম্পকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন না আমাদের প্রধানমন্ত্রী? কোথায় গেল সেই সখ্য? বন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সম্মানের প্রতি সামান্য ভ্রূক্ষেপ থাকলে ট্রাম্প সাহেব ভারতীয়দের সঙ্গে এমন আচরণ করতে পারতেন কি? এ তো তুলনায় কম ধনী একটি রাষ্ট্রের প্রতি একটি ধনগর্বী, শক্তির আস্ফালনে মত্ত রাষ্ট্রের অমর্যাদারই স্পষ্ট প্রকাশ!

আমেরিকা থেকে ভারতীয়দের এমন জঘন্য ভাবে দেশে ফেরানোর ঘটনা আরেকটি প্রশ্নও তুলে দিয়ে গেল। এই নাকি নরেন্দ্র মোদিজির বহু প্রচারিত 'বিশ্বগুরু' হতে চলা ভারত! এই ভারতকেই নাকি অচিরে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের দেশ বানাতে চলেছে বিজেপি সরকার! একটি বিদেশি প্রশাসন যে দেশের মানুষকে পশুর বেশি মর্যাদা দেয় না, সেই দেশের অর্থনীতির বহর যত বড়ই হোক না কেন তাতে দেশবাসীর কতটুকু যায় আসে!

এর চেয়েও বড় প্রশ্ন হল, এ কেমন পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির পথে চলা দেশ, যেখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, খাবার পয়সা বাঁচিয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢেলে ডিগ্রি আয়ত্ত করেও কাজের খোঁজে মাথা খুঁড়ে মরতে হয় যুবশক্তিকে! কেন প্রতি বছর আমেরিকায় পৌঁছে দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া প্রতারক এজেন্টদের খপ্পরে পড়তে হচ্ছে এতগুলি মানুষকে? 'বিশ্বগুরু' হতে চলা ভারতে তাদের জন্য কাজ তৈরির ব্যবস্থা এতদিনেও কেন করতে পারল না নরেন্দ্র মোদি সরকার? কোথায় হারিয়ে গেল বছরে দু কোটি বেকারকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি? গত ৪৫ বছরের রেকর্ড ভাঙা বেকারত্ব তো আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে সরকার এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশ করাই বন্ধকরে দিয়েছে!

বাস্তবে একে একে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এবং জল জমি নদী জঙ্গল সহ দেশের সমস্ত সম্পদ বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার কাজেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তার দক্ষতা দেখাতে পেরেছে। মালিক শ্রেণির পদলেহী তাদের এই ভূমিকায় দিনে দিনে আরও বিপন্ন হয়ে পড়ছে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের রুজি-রুটি-ভবিষ্যৎ। সেই কারণেই তো আজ দলে দলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও এ ভাবে বিদেশে পাড়ি দিতে হচ্ছে এত অসংখ্য মানুষকে। সরকারের কি উচিত ছিল না, যে কোনও ভাবে এই বেআইনি অভিবাসন রোখার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া? দেশের নাগরিকদের জীবনের দায়িত্ব তো তাদেরই উপর! কেন্দ্রীয় সরকারকে তো এই প্রশ্নের জবাবও দিতে হবে যে বছরের পর বছর ধরে বেআইনি পথে ভারতীয়দের বিদেশে নিয়ে যাওয়ার চক্রগুলি কাজ চালাতে পারছে কী করে? তাদের আরও উত্তর দিতে হবে যে, সরকার যখনই জানতে পেরেছে আমেরিকা থেকে বেআইনি অভিবাসী ভারতীয়দের দেশে ফেরানো হবে, তৎক্ষণাৎ কেন তাঁদের জন্য সরকারি বিমানের ব্যবস্থা করা হয়নি? কেন পশুর মতো করে দেশে ফেরত পাঠানো মানুষগুলিকে বয়ে নিয়ে আসা বিমানটিকে মাটিতে নামার অনুমতি দিয়েছে ভারত সরকার? কলম্বিয়া থেকে আমেরিকায় যাওয়া বেআইনি অভিবাসীদের ঠিক এভাবেই ফেরত পাঠাতে চেয়েছিল মার্কিন প্রশাসন। সে দেশের প্রেসিডেন্ট মার্কিন বিমানটিকে কলম্বিয়ার মাটিতে নামতেই দেননি। দক্ষিণ আমেরিকার ছোট্ট দেশ কলম্বিয়া, যার ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে আমেরিকার মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, সে দেশের প্রেসিডেন্ট যদি এই সাহস দেখাতে পারেন, তা হলে 'বিশ্বগুরু' ভারতের প্রধানমন্ত্রী সামান্য প্রতিবাদ করার সাহসটুকুও দেখাতে পারলেন না কেন? কোন অধিকারে দেশবাসীর মাথায় এই বিপুল অসম্মানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার স্পর্ধা দেখাতে পারল তাঁর সরকার? প্রশ্নের উত্তর চাইছে মানুষ।

আসলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন-মৃত্যু-মান-মর্যাদা কোনও কিছুরই তোয়াক্কা করে না এই সরকার। পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্রে পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে আদানি-আম্বানিদের মতো একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের সেবা করাটাই তার একমাত্র লক্ষ্য। এতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মরুক বা বাঁচুক, তাদের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা হোক বা না-হোক, এই সরকারের কিছুমাত্র যায় আসে না। যত দ্রুত এই সত্য বুঝে শুধু এই জনস্বার্থবিরোধী সরকার নয়, শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিকেই উচ্ছেদের পথে এগোতে পারবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ— তত দ্রুত মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন সত্য হবে তার।

জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণায় হাবড়া লোকাল কমিটির খড়ের মাঠ অঞ্চলের এসইউসিআই(সি)-র আবেদনকারী সদস্য প্রবীণ কমরেড মন্টু রায় দীর্ঘ রোগভোগের পর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৬ জানুয়ারি ৮৮ বছর বয়সে নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৭০-এর দশকে বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষের মাধ্যমে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন এবং সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে পার্টির কাজ শুরু করেন। বহু সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে, বিশেষ করে গান-নাটক সহ সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে দলের শিক্ষা ও চিন্তাকে তুলে ধরার সর্বদা চেষ্টা করতেন। তিনি নিজের উদ্যোগে তাঁর গ্রামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এলাকার বহু মানুষকে যুক্ত করে তিনি নিয়মিত খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা করতেন এবং বেশ কয়েকজনকে দলের সমর্থকে পরিণত করেছিলেন। পরিবারকেও তিনি দলের সাথে যুক্ত করেছিলেন।

৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এলাকার বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কমরেড মন্টু রায়ের স্মৃতিচারণা করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস। তিনি কমরেড মন্টু রায়ের পার্টি-জীবনের ভূমিকার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। দলের জেলা সম্পাদক কমরেড তুষার ঘোষ ও লোকাল সম্পাদক কমরেড সাধন ঘোষ সহ এলাকার কর্মী-সমর্থকরা স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল অত্যন্ত মানবদরদি ও সংস্কৃতিমনস্ক একজন বিপ্লবী কর্মীকে।

কমরেড মন্টু রায় লাল সেলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দলের পূর্বতন জয়নগর-মজিলপুর লোকাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড সঞ্জয় চক্রবর্তী ২৪ জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাসগৃহে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

বিগত ৮০-র দশকের শুরুতে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল চালুর দাবিতে গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক আন্দোলনে ছাত্রাবস্থায় এআইডিএসও-র কার্যক্রমে যুক্ত হন। কংগ্রেস পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও বাড়ির বাধা উপেক্ষা করে পরবর্তীকালে তৎকালীন মজিলপুরের অন্যতম সংগঠক প্রয়াত কমরেড দিলীপ সাহার সান্নিধ্যে আসেন এবং শিক্ষান্তে চাকরির হাতছানি উপেক্ষা করে নিজেকে একজন সক্রিয় কর্মীতে পরিণত করেন। এই সময় তিনি এলাকার গরিব সাধারণ মানুষের আপদে-বিপদে পাশে থাকতেন এবং বেশ কয়েকজন ছাত্র-যুবককে দলের সঙ্গে যুক্ত করেন। এমনকি নিজের ভাইদেরও দলের সমর্থকে পরিণত করেন। দুঃখের হলেও সত্য, ১৫-২০ বছর আগে তিনি সাংসারিক জটিলতার কারণে নিজ বাসস্থান ছেড়ে বাইরে যেতে বাধ্য হন। তারপর থেকে দলের সঙ্গে নিয়মিত কাজের যোগ ছিল না। তবে সহযোদ্ধা ও সহকর্মীদের সাথে ফোনে যোগাযোগ রাখতেন এবং নিয়মিত দলের খবরাখবর নিতেন। প্রতিটি নির্বাচনের আগে তিনি এলাকায় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতেন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত দলের কেন্দ্রীয় কর্মসূচিগুলিতে যোগ দিতেন। ২০২৩-এ ব্রিগেড সমাবেশেও তিনি যোগ দিয়েছেন।

তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। তিনি ছিলেন সদাহাস্যময়, নম্র, বিনয়ী কিন্তু দৃঢ়চেতা। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন সৎ আদর্শবান দৃঢ় সমর্থককে। ৩১ জানুয়ারি তাঁর বাসভবন এলাকার কমিউনিটি হলে দলের কর্মী, সমর্থক, দরদিদের নিয়ে একটি স্মৃতিচারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড সঞ্জয় চক্রবর্তী লাল সেলাম

প্রতিরক্ষা খাতে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি কাদের রক্ষা করতে

প্রতিরক্ষা খাতে এ বারের বাজেটে রেকর্ড পরিমাণ বরাদ্দ বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগের বারের তুলনায় ৯.৫৫ শতাংশ বাড়িয়ে এ বার তা করা হয়েছে ৬.৮ লক্ষ কোটি টাকা। এই প্রতিরক্ষা মানে কার প্রতিরক্ষা? নিশ্চয়ই দেশের? দেশ মানে যদি দেশের মানুষ হয়, তবে সেই মানুষকে রক্ষা করাই তো দেশরক্ষা! অর্থাৎ শত্রুপক্ষের আক্রমণ যদি ঘটে, তা থেকে রক্ষা করাই শুধু নয়, দেশের মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা-কর্মসংস্থানের সুবন্দোবস্ত করে যথাযথ ভাবে তার জীবনমান রক্ষা করাই যথার্থ দেশরক্ষা। তা কি দেখা যাচ্ছে?

দেশের মানুষের বর্তমান অবস্থাটা ঠিক কেমন? যে কোনও দেশে শিশু ও কিশোরদের ভবিষ্যতের নাগরিক আখ্যা দেওয়া হয় এবং দেশের শাসক নেতা-মন্ত্রীদের মুখে নিয়মিতই তা নিয়ে বিস্তর বাগাড়ম্বর শোনা যায়। দেশের সেই ভবিষ্যতের নাগরিকরা কী ভাবে বেড়ে উঠছে? রাষ্ট্র কি তাদের সমস্ত দিক থেকে সুন্দর ভাবে বেড়ে ওঠার দায়িত্ব পালন করছে? দেখা যাক।

নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের লোকসভায় দেওয়া এক তথ্যে জানা যাচ্ছে, দেশের ৫ বছর বয়সের নীচের শিশুদের ৫০ শতাংশ স্থায়ী অপুষ্টির শিকার। ৩৬ শতাংশ শিশুর উচ্চতা কম এবং ১৭ শতাংশ শিশু কম ওজনের। যে মায়েরা এই শিশুদের জন্ম দেন, লালনপালন করেন তাঁদের অবস্থাটা ঠিক কেমন? তথ্য অনুযায়ী, ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের ৫৭ শতাংশ রক্তাল্পতা এবং অপুষ্টিতে ভুগছে। এই অপুষ্টি দূর করতে সরকার কী ব্যবস্থা নিচ্ছে?

মিড ডে মিলের কথা ধরা যাক। এ বারের বাজেটে সেই খাতে বরাদ্দ মাত্র ০.২৬ শতাংশ বাড়িয়ে করা হয়েছে ১২,৫০০ কোটি টাকা। মূল্যবৃদ্ধি যে ভাবে ঘটছে এবং টাকার দাম নামছে, তাতে বাস্তবে বরাদ্দ কমানোই হয়েছে। শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের পুষ্টির জন্য যে অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থা, সেই খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে মাত্র ৭৬০ কোটি টাকা। জনসংখ্যা এবং মূল্যবৃদ্ধির বিচারে এটিও বাস্তবে কমানোই।

তা হলে এই সব খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না বাড়িয়ে প্রতিরক্ষা খাতে এমন ব্যাপক বরাদ্দ কেন? মূলত অত্যাধুনিক অস্ত্র, এয়ারক্রাফট, যুদ্ধবিমান কিনতে এই বরাদ্দের সিংহভাগ টাকা খরচ হওয়ার কথা। ভারতীয় সেনার হাতে আধুনিক মানের অস্ত্র তুলে দেওয়ার পাশাপাশি, যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যও নাকি এই বিপুল বরাদ্দ। এর দ্বারা নাকি ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে। সরকারের লক্ষ্য, বিদেশি নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় ভাবে অস্ত্র-গোলাবারুদ তৈরি করা। পাশাপাশি, ওই বরাদ্দ ব্যবহার হবে বিদেশ থেকে জেট প্লেন, সাবমেরিন, ড্রোনের মতো আধুনিক অস্ত্র কেনার কাজে।

এই যে বিরাট রণসম্ভার, বিরাট যুদ্ধ প্রস্তুতি, এই যে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে মারণাস্ত্র তৈরি, সে-সব কার জন্য? ভারতের সামনে কি কোনও যুদ্ধ হুমকি রয়েছে? চিনের সঙ্গে সীমান্ত সংক্রান্ত ছোটখাটো কিছু মতপার্থক্য ছাড়া তেমন কোনও হুমকি বাস্তবে নেই। দুই দেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত আমদানি-রফতানিরও কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি। এ থেকেই স্পষ্ট যে, সমস্যা তেমন গুরুতর নয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে সমস্যাই ঘটে থাকুক তা ভারতের কাছে কোনও হুমকি হিসাবে ধরা যায় না। দুই দেশের আমদানি-রফতানিও যথারীতি স্বাভাবিক রয়েছে। পাকিস্তান থেকেও কোনও যুদ্ধ হুমকির কথা শোনা যায়নি। তা হলে?

এই 'তা হলে'র মধ্যে রয়েছে এই যুদ্ধ প্রস্তুতির আসল তত্ত্ব। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের মতোই ভারতও আসলে আজ দাঁড়িয়ে আছে সামরিক অর্থনীতির উপর। 'সামরিক অর্থনীতি' কথাটির অর্থ কী? সাধারণ ভাবে মানুষের প্রয়োজনকে ভিত্তি করে দেশের জমিতে এবং কলে-কারখানায় যে উৎপাদন হয়, তার কেনা-বেচা এবং আমদানি-রফতানিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে অর্থনীতি। আর পুঁজিবাদী অর্থনীতি মানে হল বাজার অর্থনীতি, যার ভিত্তি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। কিন্তু পুঁজিবাদী তীব্র শোষণের ফলে দেশের বেশির ভাগ সাধারণ মানুষের কেনার ক্ষমতাই নেই। ফলে শিল্প এবং ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে দেখা দিচ্ছে তীব্র মন্দা। দেশের শিল্পক্ষেত্রের যে উৎপাদন ক্ষমতা, তার বড় অংশই অকেজো হয়ে পড়ে থাকছে। কারণ উৎপাদন ক্ষমতার সবটা কাজে লাগিয়ে উৎপাদন করলে তা বিক্রি না হয়ে গুদামে জমে থাকছে। জীবনের জরুরি প্রয়োজনগুলি জোটাতেই মানুষ হিমসিম খাচ্ছে— শিল্প ও ভোগ্যপণ্য কিনবে কী করে? ফলে উৎপাদন শিল্পে সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থায় অর্থনীতিতে কৃত্রিম তেজি ভাব তৈরি করতে সরকার প্রতিরক্ষা এবং সামরিক শিল্পের বাজারটি, যা এত দিন পুরোপুরি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র হিসাবেই ছিল, সেটিকে এখন বেসরকারি পুঁজিপতিদের জন্য খুলে দিয়েছে। অর্থাৎ সরকার নিজে যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলিতে উৎপাদিত যুদ্ধ সরঞ্জাম বিশ্বের বাজারে বিক্রি করে মুনাফা করছে তেমনই বেসরকারি পুঁজির মুনাফার জন্যও একই ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

বেসরকারি উৎপাদকদের থেকে ভোগ্যপণ্য কিনে নিয়ে সরকার সেই বাজারকে চাঙ্গা করতে পারে না, কিন্তু প্রতিরক্ষা সামগ্রী কিনে সেই বাজারকে সরকার কৃত্রিম ভাবে হলেও চাঙ্গা রাখতে পারে। তাই বেসরকারি পুঁজি এখন ভোগ্যপণ্যের পরিবর্তে সামরিক শিল্পে খাটছে। বেসরকারি শিল্পে উৎপাদিত অস্ত্র সহ নানা যুদ্ধসামগ্রী কিনে নিয়ে কৃত্রিম ভাবে উৎপাদন শিল্পকে চাঙ্গা রাখতে সরকার সামরিক খাতে ব্যয় প্রতি বছর বাড়িয়েই চলেছে। এই হল অর্থনীতির সামরিককীকরণ। কিন্তু অর্থনীতিকে স্থায়ী ভাবে সামরিক অর্থনীতিতে পরিবর্তন করতে হলে যুদ্ধের উন্মাদনা তৈরি করা দরকার। তা না হলে প্রতিরক্ষা খাতে এই বিপুল ব্যয়ে শিক্ষা-স্বাস্থ্য বঞ্চিত অভুক্ত মানুষ ক্ষুব্ধ হবে, তাদের মনে প্রশ্ন উঠবে। তাই বড় যুদ্ধ না হলেও সীমান্তকে কেন্দ্র করে হোক, বা অন্য কোনও ভাবে হোক, ছায়াযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করে সরকার মানুষকে তাতিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এ জন্য কখনও প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে কাউকে বেছে নিয়ে শত্রু হিসাবে দেখায় এবং একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ পরিবেশ তৈরি করে। আবার কখনও তাদের মধ্যেই বেশ কিছু দেশকে বেছে নিয়ে তাদের ত্রাতা সেজে নিরাপত্তা দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে তাদের অস্ত্র বিক্রি করে। কখনও কোনও একটি দেশের মধ্যে দুটি শত্রুপক্ষ খাড়া করে গৃহযুদ্ধ বাধায় এবং দু'পক্ষকেই অস্ত্র বিক্রি করে।

মহান স্ট্যালিন দেখিয়ে গিয়েছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ছোট-বড় সব দেশই বাজার সঙ্কট থেকে রেহাই পেতে সামরিক অর্থনীতির দিকে ঝুঁকছে। এ দেশে মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ গত শতকের সাতের দশকের শুরুতেই দেখিয়েছিলেন কী ভাবে পিছিয়ে পড়া দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারত যুদ্ধ অর্থনীতির দিকে, সামরিক শিল্পের দিকে ঝুঁকছে এবং দেশে একটা শিল্পপুঁজি-আমলা-মিলিটারি চক্র গড়ে উঠছে। আজ তো সামরিক শিল্পই ভারতে প্রধান শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কারণ, যুদ্ধাস্ত্র শুধু নির্মাণ করলেই হয় না, প্রয়োজন তা নিয়মিত বিক্রি করা। তার জন্য দরকার যুদ্ধাস্ত্র বিক্রির বাজারের। তাই প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি বিদেশ সফরের সঙ্গী হন দেশের অস্ত্র উৎপাদকরা এবং সমস্ত বৈদেশিক চুক্তির অন্যতম অংশ হিসাবে থাকে অস্ত্র আমদানি-রফতানির চুক্তি। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে আলিঙ্গন করেন, আবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকেও জড়িয়ে ধরেন। তাই ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলতে বলতেই তিনি ইউক্রেনকে অস্ত্র সরঞ্জাম জুগিয়ে চলেন। দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নীতির অঙ্গ হিসাবে যে ভারত চিরকাল প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার দাবির পক্ষে থেকেছে, আজ সেই নীতিকে দু'পায়ে মাড়িয়ে ভারতীয় অস্ত্র উৎপাদকদের মুনাফার জন্য ইজরায়েলে অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে ভারত সরকার।

আমেরিকা সহ অন্যান্য বনেদি পুঁজিবাদী দেশগুলির মতোই ভারতও এই ভাবে ক্রমাগত অর্থনীতির সামরিকীকরণ ঘটাচ্ছে এবং অস্ত্র নির্মাণ ও ব্যবসার উপর জোর দিচ্ছে। অস্ত্র উৎপাদন শিল্প ভারতে প্রধান শিল্পের জায়গা নিচ্ছে এবং ভারত ক্রমাগত অস্ত্র রফতানিতে বিশ্বে প্রথম সারিতে জায়গা নিতে চাইছে। তাই বাজেটে শিশুদের খাদ্যের ব্যবস্থা হয় না, মায়েদের পুষ্টির ব্যবস্থা হয় না, দেশের মানুষের জন্য শিক্ষা-চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় না, অথচ প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ক্রমাগত বেড়ে চলে এবং সেই বরাদ্দ অর্থে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি ফুলে-ফেঁপে লাল হয়ে যায়।

২০২০-২১ আর্থিক বছরেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রক আত্মনির্ভরতার হাওয়া তুলে বেসরকারি প্রতিরক্ষা শিল্পকে শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নেয়। টাটা, মাহিন্দ্রা, এল অ্যান্ড টি, রিলায়েন্স সহ দেশের ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৬০০টি বেসরকারি কোম্পানি এখন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির সঙ্গে যুক্ত। বেসরকারি ক্ষেত্রে অস্ত্র উৎপাদন এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির জন্য সরকার প্রয়োজনীয় অস্ত্রের একটা ভাল অংশ এ বার বেসরকারি উৎপাদকদের থেকে সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই অর্থবর্ষে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র থেকে যে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৫৪৪ কোটি টাকার অস্ত্র সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়েছে তার মধ্যে ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ২৭ হাজার ৮৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বেসরকারি অস্ত্র উৎপাদকদের থেকে কেনার জন্য। ২০২৫-২৬ এ এই পরিমাণ বাড়িয়ে ৪৫ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ভারত গত অর্থবর্ষে আমেরিকা, ফ্রান্স সহ বিশ্বের ১০০টি দেশে অস্ত্র রফতানি করেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন ২০২৯-এর মধ্যে ভারত বিদেশে ৫০ হাজার কোটি টাকার অস্ত্র রফতানি করবে। অস্ত্রের বৈদেশিক বাণিজ্য গত ১০ বছরে বেড়েছে ৩০ গুণ।

গোটা বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির চালকের আসনে যাঁরা বসে রয়েছেন তাঁরা কেউ সাধারণ মানুষ নন, সাধারণ মানুষের নেতা নন, সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা তাঁদের ভাবনার মধ্যে নেই। শুধুমাত্র একচেটিয়া মালিকদের আরও মুনাফার জোগাড় কী ভাবে করে দেওয়া যাবে তার ব্যবস্থা করতেই তারা ব্যস্ত। তাই ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধের জন্য এঁদের কারও কোনও উদ্যোগ নেই। প্যালেস্টাইনে নারী-শিশু সহ প্রায় ৫০ হাজার মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের আহত হওয়া এবং বিস্তীর্ণ এলাকার ঘরবাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার পরও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি কেউই যুদ্ধ বন্ধের জন্য উদ্যোগ নেয় না। বাস্তবে আমেরিকা, ইউরোপ সহ সমস্ত বড় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই এই যুদ্ধ থেকে লাভবান হয়ে চলেছে। যুদ্ধ এই দেশগুলির অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলছে। স্বাভাবিক ভাবেই ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি অস্ত্রশিল্পকে চাঙ্গা রাখতেই ভারত একই রকম ভাবে অর্থনীতির সামরিকীকরণের রাস্তায় এগিয়ে চলেছে। সেই কারণেই বাড়ছে ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ। ফলে এটা পরিষ্কার যে, প্রতিরক্ষা খাতে বিপুল বরাদ্দ বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতীয় জনগণকে রক্ষার কোনও সম্পর্ক নেই। এর দ্বারা ওরা প্রতিরক্ষা দিতে চায় একমাত্র মুমূর্ষু পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে।

কিন্তু আমরা যারা সব দেশেই সাধারণ মানুষ, খাদ্যের অভাবে, বস্ত্রের অভাবে শিক্ষা-চিকিৎসার অভাবে অমানুষের জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছি, তারা কি এটাই চলতে দেব? এর বিরুদ্ধে দাঁড়াব না? এর প্রতিবাদ করব না? মুষ্টিমেয় কয়েকজন অস্ত্র ব্যবসায়ীর হাতে বিশ্বের মানুষের ভাগ্যকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকব আর হা-হুতাশ করব?

মহান লেনিন বহু দিন আগেই দেখিয়ে গিয়েছেন— যত দিন সাম্রাজ্যবাদ থাকবে তত দিন যুদ্ধও থাকবে। কিন্তু যুদ্ধকে আশ্রয় করে পুঁজিবাদী অর্থনীতি টিকে থাকার চেষ্টা করলেও তা সাময়িক। এতে যে সঙ্কট কাটবে না প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার প্রমাণ। পুঁজিবাদী অর্থনীতি তার নিজস্ব নিয়মেই প্রতি মুহূর্তে সঙ্কটের জন্ম দিয়ে চলেছে। যতদিন সমাজতন্ত্র বিরোধী শিবির হিসাবে ছিল তত দিন যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে গ্যারান্টি হিসাবে তার উপস্থিতি ছিল। তত দিন হয় কথায় নয় কথায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এ ভাবে অন্য দেশের উপর চড়াও হয়ে গণহত্যা ঘটাতে পারত না। বিশ্বের প্রতিটি শান্তিকামী মানুষকে তাই আজ সাম্রাজ্যবাদী লোভ, বর্বরতা, অমানবিকতার বিরুদ্ধে শান্তির যথার্থ শক্তি সমাজতন্ত্রের পক্ষেই দাঁড়াতে হবে, পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামে শামিল হতে হবে।

● *সোয়াদিঘি খালের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার সহ পাঁচ দফা দাবিতে ৭ ফেব্রুয়ারি পাঁচ শতাধিক মানুষ পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেন*

● *দক্ষিণ ২৪ পরগণায় গোসাবা ব্লকের ছোট মোল্লাখালি বাজারে খেয়াভাড়া বৃদ্ধি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল। ৯ ফেব্রুয়ারি ।*

শ্রমকোড বাতিলের দাবি আলিপুরদুয়ারে

কেন্দ্রের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী চারটি শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে দশটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে ৫ ফেব্রুয়ারি দেশ জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালন করেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। এরই অঙ্গ হিসাবে এআইইউটিইউসি আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বীরপাড়া জোনের উদ্যোগে বীরপাড়া এএলসি অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক কমরেড মৃণালকান্তি রায়, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বিপ্তি ওঁরাও বারা, শ্রমিক নেতা কমরেড মনোজ মুণ্ডা প্রমুখ।

স্মারকলিপিতে শ্রমকোড বাতিল ছাড়া জেলা তথা উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা-বাগান অবিলম্বে খোলা এবং হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার দাবিও জানানো হয়।

ম্যানহোলে শ্রমিক-মৃত্যুর প্রতিবাদে
বিক্ষোভ কলকাতা কর্পোরেশনে

গত ২ ফেব্রুয়ারি বানতলায় প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা না করেই ম্যানহোলে ড্রেন সাফাইয়ের কাজ

করতে গিয়ে ৩ জন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে এবং শ্রমিক সুরক্ষা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পৌর প্রশাসন ও তাদের নিযুক্ত কন্ট্রাক্টররা যে ভাবে ম্যানহোলে কাজ করিয়েছেন তার ফলেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এবং মৃত্যু।

এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটতেই পারত না যদি আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের উপযুক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হত।

নিরপেক্ষ তদন্ত করে শ্রমিকদের মৃত্যুর জন্য দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, মৃতদের পরিবারগুলির প্রতিটিকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনকে চাকরি এবং রাজ্যের সমস্ত পৌরসভাকে ২০১৩ সালের আইন ও সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে শ্রমিকের উপযুক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া কোনও কাজ না করানোর দাবিতে ৪ ফেব্রুয়ারি এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিল কলকাতা কর্পোরেশনের সামনে পৌঁছলে পুলিশ এগোতে বাধা দেয়। ওখানেই বিক্ষোভ হয় এবং কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে এআইইউটিইউসি রাজ্য সম্পাদক অশোক দাসের নেতৃত্বে ৪ জনের প্রতিনিধিদল দাবিপত্র দেন (ছবি)। মেয়র প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন বলে জানান।

কোলাঘাটে আন্দোলনের চাপে উচ্ছেদ স্থগিত

কোলাঘাট স্টেশনে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ৪ ফেব্রুয়ারি বাজার কমিটি, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে দোকানদার কল্যাণ সমিতি যৌথভাবে প্রতিবাদে নামে। বুলডোজার দিয়ে গুমটি ভাঙতে শুরু করলেও পরে আন্দোলনের চাপে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করতে বাধ্য হয়। কমিটির দাবি উচ্ছেদ হওয়া দোকানদারদের পুনর্বাসন ছাড়া কোনও ভাবে দোকান ভাঙা চলবে না।

এস ইউ সি আই (সি) প্রকাশিত সমস্ত বইপত্র পাওয়া যাচ্ছে
প্রমিথিউস পাবলিশিং হাউস
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার ইস্ট ● ব্লক-৪ ● স্টল নং - ১৫

স্কিম ওয়ার্কারদের বিক্ষোভ জেলায় জেলায়

● *অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অবস্থান ও মিছিল কলকাতা*

কোচবিহার

৭ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি সহ অন্যান্য দাবিতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন এবং বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি সহ নানা দাবিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা ইউনিয়নের ডাকে জেলায় জেলায় শত শত আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকারা বিক্ষোভ দেখান। সর্বত্রই নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

● *আশাকর্মীরা আন্দোলনে আলিপুরদুয়ার*

স্বাস্থ্যভবনে তুমুল বিক্ষোভ আশাকর্মীদের

৭ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের ডাকে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে কয়েক হাজার আশাকর্মী বিধাননগরে স্বাস্থ্যভবনের সামনে সমবেত হয়ে পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে বিক্ষোভ দেখান। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ইসমত আরা খাতুনের নেতৃত্বে ১০ জনের প্রতিনিধিদল এনআরএইচএম-এর প্রজেক্ট অফিসারের সঙ্গে আশাকর্মীদের সমস্ত দাবি ও নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রজেক্ট অফিসার আশ্বাস দিয়েছেন, দ্রুত আশাকর্মীদের নির্ধারিত বেতন বাড়ানো হবে। মোবাইল ফোন দেওয়া সহ অন্য কয়েকটি দাবি পূরণেরও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

ম্যানহোলে শ্রমিক মৃত্যু

এই ক্ষতি পূরণ হবে কী দিয়ে?

‘আমরা গরিব বলেই কি আমার ছেলের প্রাণের দাম নেই’— সাংবাদিকদের সামনে বলছিলেন বানতলায় ম্যানহোলের বিষাক্ত গ্যাসে মৃত এক শ্রমিকের মা। সন্তান হারিয়ে আর এক শ্রমিকের পিতার আর্ত জিজ্ঞাসা— ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেই সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? সন্তানহারা আর এক মায়ের হাহাকার— আমাদের ক্ষতি পূরণ হবে কী দিয়ে? ঠিক কার দোষে তিনটি প্রাণ অকালে ঝরে গেল, গত কয়েক দিন ধরে তা নিয়ে চলছে দায় অস্বীকার করার পালা।

দরিদ্র পরিবারগুলির যে যুবকেরা অন্য কাজ না পেয়ে নালা পরিষ্কারে নেমেছিলেন, তারা হয়ত ভাবতেও পারেননি তাঁদের আর বাড়ি ফেরা হবে না। কলকাতা পুরসভার অধীনে ঠিকাকর্মী হিসাবে কাজ করতে তারা গিয়েছিলেন কলকাতার অদূরে বানতলার চর্মনগরীতে। সেখানকার দূষিত বর্জ্যপদার্থ যে ওই নালা দিয়ে পরিবাহিত হয়, তা প্রশাসনের সব স্তরের কর্তারাই জানতেন। তা সত্ত্বেও ন্যূনতম নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে ওই শ্রমিকদের নর্দমা সাফাইয়ে নামানো কি মারাত্মক অবহেলা নয়? জানা গেছে, সাফাই-শ্রমিকদের সাথে ছিল না বিষাক্ত গ্যাসের মধ্যে নেমে কাজ করার উপযুক্ত সরঞ্জাম— গামবুট, দস্তানা, পোশাক, মাস্ক, অক্সিজেন কোনও কিছুই। শ্রমিকদের ছিল না কোনও প্রশিক্ষণ। পরীক্ষা করে দেখাও হয়নি ওই ম্যানহোলে কোনও বিষাক্ত গ্যাস রয়েছে কি না। শুধুমাত্র দড়ি ও বালতি সম্বল করে পূতিগন্ধময় পাঁকের গভীর অন্ধকারে তাদের ঠেলে দেওয়া হয়। বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তারা।

ঘটনার পর যথারীতি হম্বিতম্বি, দু-একজন গ্রেপ্তার হয়েছে। পুরমন্ত্রী ও আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন, মৃতদের পরিবারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের। মুখ্যমন্ত্রী উষ্মা প্রকাশ করে বলেছেন, এমন ঘটনা বরদাস্ত করা যায় না। কিন্তু অতঃপর! এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোখার পদক্ষেপ? এসব যথারীতি অনুপস্থিত। ২০২১ সালে কুঁদঘাটে সাত শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল নর্দমা সাফাই করতে গিয়ে। সে ঘটনার থেকে আদৌ কিছু শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা সরকার করেছে কি? করলে এই মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটতে পারত না। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, ঠিকাদারেরই দায়িত্ব ছিল শ্রমিক-সুরক্ষা নিশ্চিত করা। তা হলেও প্রশ্ন ওঠে, ওই ঠিকাদার কলকাতা পুরসভার অধীনেই তো কাজ করতেন। তা হলে পুরসভা শ্রমিক-নিরাপত্তা নিয়ে ঠিকাদারদের উপর নজরদারি করেনি কেন? তার জবাব না দিয়ে পুরমন্ত্রী শ্রমিকদের মৃত্যুর দায় কার্যত তাদের উপরেই চাপিয়েছেন। পুরমন্ত্রীর এই বক্তব্য অত্যন্ত অসংবেদনশীল ও নিন্দনীয়।

বর্তমানে উচ্চপ্রযুক্তি নির্ভর সাফাই-কাজের নানা যন্ত্র রয়েছে পুরসভাগুলিতে। এতে এক বা দুজন কর্মী দিয়ে একেকটা অঞ্চলের সাফাই-কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। তা সত্ত্বেও অসহায় মানুষগুলিকে মৃত্যুকূপে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে কেন? কম খরচে চটজলদি বেশি কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্যই কি অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে এই গরিব মানুষদের নর্দমা-সাফাইয়ে নামানো হচ্ছে, না কি দায়িত্ব অস্বীকার করা অত্যন্ত সহজ বলেই এই অমানবিক কাজ বারবার হচ্ছে? আসলে এই দরিদ্র, অসহায় যুবকদের মানুষ বলেই মনে করে না সরকার। সে জন্য অভাবগ্রস্ত বেকার যুবকদের কোনও রকম সুরক্ষা ছাড়াই এই ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। আবারও বলি হওয়া তিনটি প্রাণ প্রশ্ন তুলে দিয়ে যায়, এই নির্মমতা কি চলতেই থাকবে?

খাতায়-কলমে ভারতে ১৯৯৩ সাল থেকে নিকাশি নালায় মানুষ নামিয়ে কাজ করানো বেআইনি। ২০১৩ সালে নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করা হয়। আইনে বলা রয়েছে— ম্যানহোল সাফাই, মলমূত্র সাফাই বা বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ কোনও মানুষকে দিয়ে করানো যাবে না। বিশেষ পরিস্থিতিতে কাউকে ম্যানহোলে নামাতে হলে সেই সাফাইকর্মীর জীবন এবং স্বাস্থ্যের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। কিন্তু ১১ বছর আগের আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে সাফাই কাজ। পরিণামে সাফাই কর্মীদের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তেই থাকে। সংসদে ২০২৩ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্যে জানা গেছে, শুধু ২০১৮-২৩ সালের মধ্যেই ভারতে ৪০০ জন সাফাইকর্মীর মৃত্যু ঘটেছে। যদিও গোটা দেশের সাফাইকর্মীদের মৃত্যুর ভয়াবহ পরিসংখ্যানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায় এতটুকুও কমে না।

ম্যানহোলে নামার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নানা নির্দেশিকা রয়েছে। এমনকি বানতলার ঘটনা ঘটার মাত্র চার দিন আগে কলকাতা সহ দেশের ছয় শহরকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। তাতে কর্ণপাত করেনি সরকার। ২০২৩ সালে এই সংক্রান্ত একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, নর্দমা পরিষ্কার করতে গিয়ে কোনও সাফাইকর্মীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সরকারকে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেই সরকার দায়িত্ব সেরেছে। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা সন্তান হারানো বাবা-মায়ের ক্ষতে এতটুকুও প্রলেপ দিতে পারবে না। তা সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণ নিয়ে টালবাহানা এবং আগের বহু দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার ঘটনায় সরকারের দায়বদ্ধতা প্রশ্নের মুখেই পড়ে।

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড কার্তিক সাহার জীবনাবসান

দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড কার্তিক সাহা ৩০ জানুয়ারি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানান ব্রেন স্ট্রোক অর্থাৎ মস্তিষ্কে প্রবল রক্তক্ষরণে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসার সব রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পরদিন ৩১ জানুয়ারি তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। ১ ফেব্রুয়ারি তাঁর মরদেহ রাজ্য অফিসে নিয়ে আসা হয়। অফিসে তখন কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং থাকায় সমস্ত সদস্যরা এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু কর্মী সমবেত হন শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান। পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

দরিদ্র পরিবারের সন্তান কমরেড কার্তিক সাহা ষাটের দশকের গোড়ায় ছাত্রাবস্থায় কলকাতার উল্টোডাঙার তৎকালীন আঞ্চলিক সম্পাদক, রাজ্য কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড বাদল পালের সংস্পর্শে এসে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সন্ধান পান। কমরেড বাদল পাল একটি অবৈতনিক কোচিং সেন্টার পরিচালনা করতেন। সেখানে কার্তিক সাহা শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। পরবর্তী কালে কমরেড বাদল পাল প্রতিষ্ঠিত শরৎ শিক্ষায়তন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথমে সহকারী শিক্ষক হিসাবে এবং পরে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কমরেড কার্তিক সাহা দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তাঁর ছাত্রজীবনও অব্যাহত ছিল। স্নাতক স্তরে পড়াশুনার জন্য তিনি আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন। ১৯৬৮ সালে তিনি ওই কলেজে এআইডিএসও পরিচালিত ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে সিপিএমের চূড়ান্ত সংকীর্ণতা ও দলবাজির পরিণতিতে একের পর এক যৌথ সংগঠনগুলিতে ভাঙন অনিবার্য হয়ে ওঠে। তখন সিপিএমের আধিপত্যবাদী ভূমিকার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, পার্টির নির্দেশে সমস্ত অংশের প্রাথমিক শিক্ষকদের যুক্ত করে তিনি বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিকে গড়ে তোলেন। যার সভাপতি ছিলেন কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত এবং কমরেড কার্তিক সাহা ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। সিপিএমের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে জেলায় জেলায় এই নতুন সংগঠনকে নিয়ে যেতে অসামান্য সংগ্রাম সেদিন তিনি পরিচালনা করেছেন, তার মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন শিক্ষক আন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ নেতা। তাঁর নেতৃত্বে শিক্ষকদের জীবন-জীবিকার নানা সমস্যা প্রতিকারের দাবিতে বহু আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। দেশের বুকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা অন্যান্য গণআন্দোলনগুলিতেও তিনি আমৃত্যু সাধ্যানুযায়ী সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন।

শুধু শিক্ষক আন্দোলনেই নয়, শিক্ষা আন্দোলনেও তিনি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৭৭ সালে সিপিএম নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশফেল প্রথা তুলে দিলে তার বিরুদ্ধে দলের পক্ষ থেকে কমরেড মানিক মুখার্জীর নেতৃত্বে রাজ্যের প্রথিতযশা শিক্ষাব্রতী ও বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত ‘শিক্ষা সংকোচন বিরোধী ও স্বাধিকার রক্ষা কমিটি’-র পরিচালনায় ঐতিহাসিক ভাষা-শিক্ষা আন্দোলন এ রাজ্যে গড়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনের সামনে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার শেষপর্যন্ত নতিস্বীকার করে প্রাথমিকে ইংরেজি ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিল। এর সূচনা থেকেই তিনি ও তাঁর নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গিয়েছে। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার ফলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উপর যে আঘাত নেমে এসেছিল তাকে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে পার্টির সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৯২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এবং কমরেড কার্তিক সাহার সম্পাদনায় ও প্রত্যক্ষ পরিচালনায় গঠিত হয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ। তার তত্ত্বাবধানে সারা রাজ্যে চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা চালু হয়। আন্দোলনের মঞ্চ হিসাবে পরীক্ষা পরিচালনার এই উদ্যোগ এ দেশের শিক্ষা আন্দোলনে এক নজিরবিহীন ঘটনা। একই ভাবে কেন্দ্রের সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ‘সেভ এডুকেশন কমিটি’ দেশজুড়ে যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলছে, সেখানেও কমরেড কার্তিক সাহা এক নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক ছিলেন।

তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ রাজ্যে গড়ে উঠেছে অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। সম্পাদক হিসাবে এর দায়িত্ব তিনি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বহন করেছেন। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে তিনি নিজের পরিবারকে পরিচালনা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর স্ত্রী বিয়ের আগেই পার্টির ভাল কর্মী ছিলেন। কন্যাও দলের সঙ্গে যুক্ত হন। বেশি বয়সেও কমরেড কার্তিক সাহার চিন্তার সক্রিয়তা বহাল ছিল এবং দেশের ও সমাজের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি সুচিন্তিত মতামত পার্টির কাছে ব্যক্ত করে সাহায্য করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে পার্টির বড় ক্ষতি হল, শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনেরও ক্ষতি সাধিত হল।

মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। সভাপতিত্ব করেন পলিটবুরো সদস্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

কমরেড কার্তিক সাহা লাল সেলাম

পাঠকের মতামত

পাল্টাতে হবে সিস্টেমকে

২১ জানুযারির মহামিছিল দেখে অবাক হয়েছিলাম। আরও অবাক হলাম পরদিন সকালের খবরের কাগজ খুলে। কলকাতার বুকে এমন বিশাল একটি মিছিলের কোনও ছবি, খবর নেই কোথাও! ভেতরের পাতায় মিছিলের একটি ট্যাবলোর ছবি আর ছবির নিচে দু'লাইন ক্যাপশন ছাড়া কিছু পেলাম না অনেক খুঁজেও। দু চারটে অন্য কাগজও দেখলাম পাড়ার দোকানে গিয়ে, সেখানেও একই ব্যাপার। অথচ নিজের চোখে আগের দিন দেখেছি, হেদুয়া থেকে যতদূর পিছনে চোখ যায়, শুধু জনসমুদ্র। প্রতিবাদী স্লোগান লেখা পোস্টার, ফ্লেক্স, লাল পতাকা নিয়ে ঢেউয়ের মতো এগিয়ে আসছে নানা বয়সের মানুষ। আওয়াজ উঠছে, 'অভয়ার বিচার চাই, শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা মানছি না, বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বসানো চলবে না, সরকারি স্কুল তুলে দেওয়া চলবে না'।

বৃদ্ধা মহিলাও স্লোগান দিচ্ছেন আকাশে হাত তুলে, দুধের শিশুকে কোলে নিয়ে হাঁটছেন কতো মা। দেখলাম একেবারে গ্রাম থেকে আসা আটপৌরে শাড়ি পরা মহিলা, হিজাব মাথায় মুসলিম মহিলারাও আছেন, উকিলরা হাঁটছেন কালো কোট পরে। যে আর জি কর কাণ্ড নিয়ে পাঁচ মাস ধরে শহর-রাজ্য উত্তাল, বিচারের আশায় লক্ষ মানুষ পথে নেমেছেন, সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রবল অসন্তোষ জমা হচ্ছে, সেই ঘটনা নিয়ে এমন একটা প্রতিবাদী জনজোয়ারের ছবি দিল না কাগজগুলো? গোটা আর জি কর আন্দোলন পর্বে মাঝে মাঝেই শুনতাম, এ আন্দোলনে নাকি গ্রামের মানুষ, গরিব মানুষ নেই। কিন্তু সেদিনের মিছিল দেখে মনে হচ্ছিল, ভুল শুনেছি। কলেজ ইউনিভার্সিটির ঝকঝকে চেহারার পাশেই পরিচারিকা মা বোনেদের একসাথে দৃপ্ত হাঁটা, সোচ্চারে বিচার চাওয়া দেখে বুকের ভেতর ভিড় করছিল নিজের ছাত্রজীবনের স্মৃতি। প্রেসিডেন্সির সামনে আমার পাশেই দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক বললেন, 'মিছিল তো শেষই হচ্ছে না ভাই। মনে হচ্ছে, এরাই পারবে'। বাড়ি ফেরার পথে বাসেও শুনলাম, একজন পাশে বসা সহযাত্রীকে বলছেন, "আজ এসইউসিআই-এর মিছিল দেখলে? বিরাট লোক হয়েছিল। পুলিশই বলছে চল্লিশ হাজার, তার মানে আরও অনেক বেশি হবে।' ভদ্রলোকের গলার স্বরে উত্তেজনা বুঝিয়ে দিচ্ছিল, মিছিলের উত্তাপ আমার মতোই ছুঁয়ে গেছে তাঁকেও।

বেশ কিছু সাংবাদিককেও তো দেখলাম মিছিলের পাশে ক্যামেরা, মাইক নিয়ে হাঁটছেন। তাহলে কাগজে কিছুই এল না কেন? অন্য দলগুলোর একেবারে ছোটখাটো মিটিং, জমায়েতের খবরও প্রায়ই ছাপা হয়, দেখি। ভোট তরজা, নেতা-মন্ত্রীদের কুকথার প্রতিযোগিতা, আম্বানি-আদানি'র টাকার ফোয়ারা, সিনেমা-স্টারদের হাঁড়ির খবর কিছুই তো বাদ দেন না এঁরা। অথচ সাধারণ লোকের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে এমন একটা সুবিশাল সুশৃঙ্খল মিছিলের ছবি, খবর জায়গাই পেল না এসব কাগজে? কলেজের এক শিক্ষক বলেছিলেন, নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা বলে কিছু হয় না, মিডিয়াকে হয় শাসকের পক্ষ নিতে হবে, নয় তো সাধারণ মানুষের। তাহলে এই কাগজগুলো কার স্বার্থরক্ষা করছে? চিন্তার জটটা ছিঁড়ে গেল কাগজ দোকানের দাদার ডাকে, 'কী এত ভাবছেন?' একটু হেসে বললাম, 'না মানে, কালকের একটা মিছিল...' দোকানদার কথাটা লুফে নিলেন, 'এসইউসি'র মিছিল তো? দেখেছে কাল আমার ভাই, বলছে লাখ খানেক লোক ছিল নাকি? একটা এমএলএ-এমপি নেই, পার্টিটার তেজ আছে কিন্তু"।

অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি অনেকটা। বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল আগেরদিন বিকেলে দেখা মিছিলের ছবি, শীতের বিকেলে আকাশে উড্ডীন লাল পতাকার সারি, বলিষ্ঠ স্লোগান আর দৃপ্ত জনস্রোত। মনে পড়ছিল বাবার কথা। আমার বামপন্থী বাবা বলতেন, বামপন্থা মানে বিপ্লবপন্থা। যারা বিপ্লব করে এই সমাজব্যবস্থাটাকেই আমূল পাল্টে ফেলতে চায়, বামপন্থী তারাই। বহুদিন ভোট ছাড়া আর কোনও কথা শুনি না বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তৃতায়। কিন্তু সেদিন এস ইউ সি আই (সি)-এর মঞ্চ থেকে শুনলাম, ভোট নয়, আন্দোলনই পাখির চোখ, পাল্টাতে হবে এই সিস্টেমকে। সে কাজ কতদিনে সাধন হবে জানি না, তবে একুশে জানুয়ারির এই মিছিল দেখে মনে হল, বিপ্লবের এই স্বপ্নটা চারিয়ে যাবে এই লাখো মানুষের হাত ধরে। শহর থেকে গ্রামে, দেশের প্রতিটি প্রান্তে।

সাগ্নিক সরকার, টালিগঞ্জ, কলকাতা

ট্রাম্পের বক্তব্য বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক

গাজা আজ ধ্বংসের অপর নামে পরিণত হয়েছে। প্রায় দেড় বছর ধরে চলা যুদ্ধে গাজা মৃতের শহরে পরিণত হয়েছে। পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। সেখানে মানুষের বর্তমান যা অবস্থা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। ইজরায়েলের হামলায় ও নিষ্ঠুর নীতিতে সেখানকার মানুষ তেষ্টায়, অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় প্রতি মুহূর্তে প্রাণটুকু বাঁচানোর জন্য লড়াই করছেন। এমন পরিস্থিতিতে উচিত ছিল মানবিক দিক থেকে গোটা বিশ্বের দেশগুলোর গাজার পাশে দাঁড়ানো। কিন্তু তথাকথিত সব থেকে ক্ষমতাধর দেশ আমেরিকার সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তাঁরা গাজা ভূখণ্ডের দখল নেবেন। গাজাকে নতুন করে তৈরি করবেন, তবে সেখানে প্যালেস্টিনীয়দের জায়গা হবে না, ট্রাম্পের ফরমান তাদের চলে যেতে হবে অন্য কোনও দেশে।

মানবতার দিক থেকে আমেরিকার উচিত ছিল গাজায় যুদ্ধবিধ্বস্ত অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর। তাদের কাছে উপযুক্ত পরিমাণ পানীয়, খাদ্য, চিকিৎসা পৌঁছে দিয়ে আবারও মূল স্রোতে ফেরানোর জন্য চেষ্টা করা। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সেই অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, প্যালেস্টিনিয়ীদের নিজস্ব বাসস্থান ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য বলছে। আমরা আজ এ কোন বিশ্ব দেখছি!

আসলে ইজরায়েলের মদতদাতা হিসাবে আমেরিকা এই যুদ্ধের প্রথম থেকেই ছিল। অন্যদিকে আজ গোটা বিশ্বে যুদ্ধ বাধানোর কাণ্ডারি আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের ক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ও গাজাকে সামরিক এবং পর্যটনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ব্যবসায়িক লক্ষ্যে বর্তমানে বিশ্বের সব থেকে নিষ্ঠুর কাজটা করার পরিকল্পনা করছে। কুড়ি লক্ষের বেশি মানুষের জীবনকে আজ চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে তারা। গোটা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় সচেতন মানুষদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকা ও ইজরায়েলের অমানবিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা প্রয়োজন। মহান লেনিন দেখিয়েছিলেন নিজেদের বাজার বৃদ্ধির জন্য সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ বাধায়। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রকৃত লড়াই করতে গেলে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ উচ্ছেদের সংগ্রামে আজ আমাদের শামিল হতে হবে।

অর্ঘ্য প্রধান, পূর্ব মেদিনীপুর

৫ ফেব্রুয়ারি যুক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে এআইইউটিইউসি ক্যানিং সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় মিছিল করা হয়।

মিছিল শেষে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক-কৃষক স্বার্থবিরোধী বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। অগ্নিসংযোগ করেন জেলা সম্পাদক কমরেড বৈদ্যনাথ বর এবং বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বিকাশ শাসমল।

মদের প্রসার রোধের দাবিতে স্মারকলিপি

এতদিন পর্যন্ত বঙ্গবাসী 'দুয়ারে সরকার' বা 'দুয়ারে রেশন' কথাটির সাথে পরিচিত ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে এবারে যেন 'দুয়ারে মদ' প্রকল্প চালু হতে চলেছে। গত আগস্ট মাসে প্রায় গোপনে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করে বঙ্গবাসীর অজান্তেই মদ উৎপাদনকারী চারটি সংস্থার সাথে আবগারি দপ্তর কথাবার্তা পাকা করে ফেলেছিল। এবার তা কার্যকর হতে চলেছে। এরই প্রতিবাদে ৩ ফেব্রুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মদ ও মাদকদ্রব্য বিরোধী কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের আবগারি দপ্তরের মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় সার নীতিতে কৃষকের সর্বনাশ

সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে গোটা দেশ জুড়ে কৃষক বিক্ষোভ ক্রমাগত বাড়ছে। কৃষকরা সস্তা দরে সারের দাবিতে নানা ধরনের আন্দোলন গড়ে তুলছেন। সম্প্রতি কোচবিহার সহ প্রায় সমস্ত জেলাতেই কৃষকরা সার-ডিলারদের ঘেরাও করেছেন, পথ অবরোধ করেছেন। হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি সব রাজ্যেও একই অবস্থা। সমস্ত জায়গাতেই কৃষকরা সারের দাবিতে পথে নেমেছেন। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নির্বিকার। তারা তাদের কৃষকবিরোধী নীতি সমানেই চালিয়ে যাচ্ছে।

সারের দাম কী ভয়ানক গতিতে বৃদ্ধিপেয়েছে সেই পরিসংখ্যানের দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক। ২০০৯-'১০ সালে টন প্রতি মিউরিয়েট অব পটাশের (এমওপি) দাম ছিল ৪ হাজার ৪৫৫ টাকা। ২০২৩-এর আগস্টে তার দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬ হাজার ৬৪৪ টাকা। ২০০৯-'১০ সালে ডিএপি-র দাম ছিল টন প্রতি ৯ হাজার ৩৫০ টাকা। ২০২৩-এর আগস্টে তার দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ হাজার টাকা।

অন্য দিকে গত তিন বছরে সারের ভর্তুকি কমানো হয়েছে ৮৭ হাজার ৩৩৯ কোটি টাকা। ২০২২-'২৩ সালে কেন্দ্রীয় বাজেটে সারের ক্ষেত্রে ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ ছিল ২ লক্ষ ৫১ হাজার ৩৩৯ কোটি টাকা, আর ২০২৩ সালে ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮৯৪ কোটি টাকা। ২০২৪-'২৫ সালে কেন্দ্রীয় বাজেটে সারের ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ১ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকা। সারের ক্ষেত্রে ভর্তুকি যে ক্রমাগত লাফিয়ে লাফিয়ে কমছে, উপরের পরিসংখ্যানই তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এক সময় সারের উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু নয়া আর্থিক নীতি গ্রহণের পর, ১৯৯০ সালের পর থেকে, দেশকে ধীরে ধীরে আমদানি-নির্ভর করে ফেলা হয়েছে। ফসফেট ও পটাশের ক্ষেত্রে দেশ এখন পুরোপুরিই আমদানি-নির্ভর। প্রয়োজনীয় ডিএপি-র ৬০ শতাংশ এবং এমওপি-র ১০০ শতাংশ এখন আমদানি করতে হয়। এখন, সার তৈরির জন্য যে সব উপাদানের প্রয়োজন হয় তার প্রায় সবটাই কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে। এই সব উপাদানের দাম তারা ইচ্ছামতো বৃদ্ধিকরে। তারা ইচ্ছামতো সারের দাম নির্ধারণ করে। দুনিয়ায় যত এমওপি সারের প্রয়োজন হয়, তার ৮৪ শতাংশ সরবরাহ করে মাত্র ৭টা কোম্পানি। এদের মুনাফার ক্ষুধা সারের দাম আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞমহল বলছে, এই সব কোম্পানিগুলির মুনাফার হার বর্তমানে (২০২২-'২৩ সালে) প্রায় ৩৬ শতাংশ।

বহুজাতিক কোম্পানির এই মুনাফার ক্ষুধা ছাড়াও আরও একটা বিষয় সারের মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাজ করে। যেহেতু সার বিদেশ থেকে কিনতে হয়, তাই তা কিনতে হয় ডলারে। এই ডলারের সাপেক্ষে টাকার দাম ক্রমাগত কমতে থাকায় একই পরিমাণ সার কিনতে বেশি টাকা খরচ করতে হচ্ছে। ফলে সারের দাম বৃদ্ধিপাচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে কালোবাজারি। সব মিলিয়ে কৃষকের নাভিঃশ্বাস উঠছে। তা হলে সমাধান কী? সমাধান হল, সারের আমদানি নির্ভরতা কমানো, সারের ভর্তুকি বৃদ্ধি করা, সরকারি সার কারখানাগুলোর পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে এই ক্ষেত্রে বহুজাতিক পুঁজির অনুপ্রবেশ বন্ধকরা। কিন্তু একচেটিয়া কোম্পানির সেবাদাস সরকারগুলো কি সেই পথে পা বাড়াতে পারবে?

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিল

একের পাতার পর

আপিল করে। গত ৭ মে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের এই রায়ের ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেয়। সেই মামলা এখনও বিচারাধীন। জল্পনা চলছে, যোগ্যদের চাকরি থাকবে, নাকি পুরো প্যানেল বাতিল হয়ে যাবে।

২০১৬-র প্যানেলে চাকরি পাওয়া প্রায় ২৫ হাজার ৭৫৩ জন সকলেই চুরি-দুর্নীতি করে নিযুক্ত হয়েছেন, এমন দাবি সিবিআইও করেনি। কিন্তু দুর্নীতিতে অভিযুক্ত স্কুল সার্ভিস কমিশন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যথাযথ তথ্য সরবরাহ করতে পারেনি। এই প্যানেলের গ্রুপ ডি, গ্রুপ সি, নবম-দশম শ্রেণি ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি শিক্ষক— এই চার বিভাগের নিযুক্তদের মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজারের কাছাকাছি নিযুক্তরা দুর্নীতিতে যুক্ত, এমন রিপোর্ট প্রকাশ পেয়েছে। এসএসসি সুপ্রিম কোর্টে বলেছে, সাদা খাতা, র‍্যাঙ্ক জাম্প এবং প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগের তথ্য তাঁদের হাতে আছে, কিন্তু ওএমআর সিট জালিয়াতির তথ্য নেই। সিবিআই-ও তা বের করতে নারাজ। অথচ মূল মামলাকারীদের এক আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে বলেছেন, প্রথম তিনটি কাউন্সেলিং নিয়ে তাঁর কোনও প্রশ্ন নেই।

২২ এপ্রিল ২০২৪ হাইকোর্টের এই রায়ের আগে থেকেই বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে বোম পড়তে চলেছে। এক সাংবাদিক এই রায়ের আগেই বলে দিয়েছিলেন কোন ক্ষেত্রে কতজনের চাকরি বাতিল হয়ে যাচ্ছে। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁরা এই কথাগুলো কেন বলেছেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। আবার সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য সহ এক দল আইনজীবী এই প্যানেল সম্পূর্ণ বাতিলের জন্য প্রথম থেকেই সওয়াল করে এসেছেন।

অথচ বাদী-বিবাদী সকল পক্ষের আইনজীবীই স্বীকার করেছেন যে, এই প্যানেলে নিযুক্ত সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত নন। মেধা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে বেশিরভাগই নিযুক্ত হয়েছেন। যারা চুরি করেছে, দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে তাদের আইনি প্রক্রিয়ায় যথাযথ শাস্তি দেওয়া একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু যারা দীর্ঘ দিন পড়াশোনা করে নিজের মেধার ভিত্তিতে নিযুক্ত হয়েছেন, তাদের চাকরি কেড়ে নিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে কেন? এই নিয়ে ভুক্তভোগী শিক্ষকদের পাশাপাশি আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সংগঠন এসটিইএ গত ২৪ এপ্রিল কলেজ স্ট্রিটে প্রথম রাজপথে বিক্ষোভ দেখায়। এই বছর ৫ জানুয়ারি কলকাতায় যোগ্যদের চাকরি বহাল রাখার দাবিতে মিছিল আটকালে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয়। যতটুকু খবর পাওয়া যায় এই সমিতির জোরালো যুক্তিতেই সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের এই অর্ডারে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। দুঃখের হলেও এ কথা সত্য, রাজ্যে রেজিস্ট্রিকৃত ৭০টির বেশি মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সংগঠন থাকা সত্ত্বেও এই একটি মাত্র সংগঠনই যোগ্যদের চাকরির বহাল রাখার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্যের বিষয়, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য প্রধান বিচারপতির এজলাসে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে পুরো প্যানেল বাতিল করতে হবে এই দাবি জোরালোভাবে উপস্থিত করেন। অথচ তার পরের দিনই তিনি যে দলের সাংসদ সেই সিপিআই(এম) দলের নেতা সুজন চক্রবর্তী যোগ্যদের চাকরি বহাল রাখার জন্য সাংবাদিক সম্মেলন করলেন। এদেরই ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ নাকি যোগ্যদের চাকরি দাবি করছে। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? এটা কি 'সাপ হয়ে দংশে, ওঝা হয়ে ঝাড়ানো'র মতো নয়? এই দ্বিচারিতা মানা যায়!

শিক্ষার সর্বনাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে বিগত সরকারের প্রধান দল হিসেবে এদের ভূমিকা সবাই তিক্ততার সঙ্গে স্মরণ করে। পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া, ইংরেজি তুলে দেওয়া, শিক্ষার বেসরকারিকরণের পথে হাঁটা, নিয়োগ নিয়েও ব্যাপকভাবে দুর্নীতি করা, শিক্ষাক্ষেত্রে দলবাজি নামক ব্যাধির বিষময় ফল ভুলে যায়নি জনসাধারণ। তাদের এই আইনজীবী দলীয় নেতা প্যানেল বাতিল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, অথচ যারা চুরি করল, তাদের শাস্তিদানের দাবিতে বৃহত্তর লড়াই দরকার ছিল সে নিয়ে লড়াই আন্দোলন চোখে পড়ল না কিন্তু।

আবার যে বিজেপি লোকসভা ভোটের আগে এই প্যানেল বাতিলের জন্য 'বোম পড়া'র হুমকি দিয়েছিল। তারাও নাকি যোগ্যদের চাকুরির দাবি নিয়ে লড়তে চাইছে। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপম কেলেঙ্কারি সবার নিশ্চয়ই মনে আছে? কী অদ্ভুত সব দ্বিচারিতা এদের! ভোটের স্বার্থে এরা সবাই এখন সাধু সাজতে চাইছে।

প্রসঙ্গত, এই প্যানেলের শিক্ষক শিক্ষাকর্মীরা ২০১৮-১৯ সাল এবং পরবর্তীকাল থেকে নিযুক্ত হয়েছেন। ৫-৬ বছর চাকুরি করছেন। সমাজে এঁদের মর্যাদা, সম্মানের সাথে সাথে, নানা সাংসারিক দায়-দায়িত্বও রয়েছে। তাছাড়া দীর্ঘদিন কোনও নিয়োগ না হওয়ায় এমএ, এমএসসি, বিএড এমনকি পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন লাখো লাখো উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী। ফলে যোগ্যদের চাকরি কেড়ে নেওয়ার অভিসন্ধি মানা যায় না। চুরি-দুর্নীতিতে যুক্ত যারা, তাদের গ্রেপ্তার করে তদন্ত সাপেক্ষে আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হোক, এটাই সবাই চায়। কিন্তু যাঁরা এই চুরি দুর্নীতিতে যুক্ত নন, যাঁরা কলুষমুক্ত, নিজের মেধার ভিত্তিতে যোগ্যতার সাথে নিযুক্ত হয়ে সক্ষমতার পরিচয় দিয়ে শিক্ষকতা করছেন বা শিক্ষাকর্মীর কাজে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের চাকরি কেড়ে নেওয়া হবে কেন? তদন্ত সংস্থা সিবিআই, স্কুল সার্ভিস কমিশন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, রাজ্য সরকার যোগ্য-অযোগ্য পৃথকীকরণে মূল ভূমিকা যাদের গ্রহণ করার দরকার ছিল, তাদের শঠতা প্রবঞ্চনা প্রায় ১৯ হাজার যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। প্রতিটি মুহূর্তে চাকরি হারানোর আশঙ্কা তাঁদের যে ভাবে তাড়া করছে, তা থেকে মুক্তি দেওয়ার দায় যেমন রাজ্য সরকারের, সাথে সাথে আমাদের দেশের আইন ব্যবস্থারও।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে নিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বহাল রাখার দাবি জানিয়েছে এবং আন্দোলনের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে। পাশে থেকে নানা স্তরে যে আন্দোলন তারা করছে, তাতে এই দলের প্রতি রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সহ জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যদিকে যে সমস্ত ভোটবাজ দল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে, এই হাজার হাজার চাকরিজীবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তাদের সম্পর্কে সচেতন হওয়া আজ অত্যন্ত জরুরি।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণার নিন্দা

একের পাতার পর

গুণ্ডামি ব্যর্থ করার জন্য প্রয়োজন যুদ্ধবিরোধী, শান্তিকামী মানুষের বিশ্বব্যাপী সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করা।

আমরা নিশ্চিত যে, সাম্রাজ্যবাদী হুমকি দিয়ে সকলকে পদানত করার এই স্বৈরাচারী চেষ্টার তীব্র নিন্দায় সোচ্চার হবে বিশ্বের চিন্তাশীল মানুষ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে পুষ্ট উগ্র ইহুদিবাদী ইজরায়েলের অবৈধ দখলদারি এবং মিলিটারি আগ্রাসন থেকে নিজেদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য প্যালেস্টিনীয়দের লড়াইয়ের প্রতি সম্মান জানানো এবং বিশ্বব্যাপী এর সপক্ষে সোচ্চার হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আমরা।

ম্যানহোলে শ্রমিক মৃত্যু

পাঁচের পাতার পর

শ্রমিক-মৃত্যুর ঘটনায় ঠিকাদার দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু সরকারের বকলমে পুরসভার এই যে সীমাহীন অপরাধ, বারে বারে যার বলি হতে হচ্ছে অসহায় শ্রমিকদের, সেই অপরাধে সরকারি কর্তারা কি দোষী সাব্যস্ত হবেন না? যে দরিদ্র-অসহায় পরিবারের বাবা-মায়ের কোল খালি করে তাদের সন্তানরা চিরতরে হারিয়ে গেল, তার দায় কি নিতে হবে না নেতা-মন্ত্রীদের? শুধু শুকনো কাগুজে বিবৃতি দিয়েই কি তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? ক্ষমতায় থাকার সুবাদে শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের হাতে হাতকড়া না পড়লেও, জনতার আদালতে তাদের জন্য শাস্তি তোলা থাকবে, তা যেন ভুলে না যান তারা।

শহিদ বসন্ত বিশ্বাস স্মরণ অনুষ্ঠান

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার শহিদ বসন্ত বিশ্বাস ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর দিল্লিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রতিভূ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ করেন। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকিদের আত্মদান বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনে জোয়ার এনেছিল। আতঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার তাই কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই স্থানান্তরের শোভাযাত্রাতেই বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে উত্তর ভারতেও বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তির জানান দিতে এই বোমা নিক্ষেপের পরিকল্পনা করেছিল বিপ্লবী সংগঠনগুলি।

বসন্ত বিশ্বাস ছাড়াও সে দিন রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন অবোধবিহারী, ভাই বালমুকুন্দ, আমিরচাঁদ প্রমুখ। ১৯১৩-তে লাহোরে অত্যাচারী শাসক গর্ডনের ওপর বোমা নিক্ষেপের কাজেও বসন্ত, বালমুকুন্দ প্রধান ভূমিকা নেন। ১৯১৪-র ফেব্রুয়ারিতে বসন্ত বিশ্বাস সহ অন্যেরা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। ১৯১৫-র ১১ মে পাঞ্জাবের আম্বালা জেলে বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হয়, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ, আমির চাঁদও এই মামলায় ফাঁসির দড়িতে শহিদের মৃত্যু বরণ করেন।

শহিদ বসন্ত বিশ্বাসের ১৩১তম জন্মদিবস উপলক্ষে ৬ ফেব্রুয়ারি মহাজাতি সদনে শহিদের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের আয়োজন করেছিল শহিদ বসন্ত বিশ্বাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি। কমিটির সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস, বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষে গোপাল চক্রবর্তী, বিশিষ্ট নাগরিক অভিজিৎ রায়, গণদাবী পত্রিকার পক্ষে অঞ্জনাভ চক্রবর্তী প্রমুখ বসন্ত বিশ্বাস ও রাসবিহারী বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। নদীয়ার বাদকুল্লাতে বসন্ত বিশ্বাসের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান বহু মানুষ।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 27 Bengali Weekly February 14, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

ইউজিসি রেগুলেশন বিরোধী সম্মেলনে
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী গেলেন না কেন?

ইউজিসি-র খসড়া রেগুলেশন ২০২৫-এর বিরোধিতা করে ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজ্যগুলোর সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অংশগ্রহণ না করার প্রেক্ষিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৬ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দল শাসিত রাজ্যগুলির শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর যোগদান না করার বিষয়টি আমাদের বিস্মিত করেছে। ইউজিসি-র সাম্প্রতিক খসড়া রেগুলেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপের নীল নক্সা ছাড়া আর কিছু নয়। শিক্ষা জগতের বাইরে থেকে শিল্প-কারখানা, আইএএস, আইপিএস প্রভৃতি স্তরের ব্যক্তিদের উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ, অশিক্ষকদের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি, স্থায়ী শিক্ষকের পরিবর্তে অ্যাড হক শিক্ষকের উপর জোর ইত্যাদি অন্যতম বিষয় হলেও এই খসড়া সংবিধানস্বীকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। রেগুলেশন অনুযায়ী উপাচার্য নিয়োগের পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার কুক্ষিগত করবে, এমনকি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেও রাজ্যের মতামতের কোনও মূল্য থাকবে না। সমগ্র উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ হবে। অথচ অ-বিজেপি সরকার হিসাবে এই রাজ্যের কোনও প্রতিনিধিত্ব ওই সম্মেলনে রইল না। এটা অত্যন্ত ইঙ্গিতবাহী বলে আমাদের মনে হয়েছে। কারণ, এই রাজ্য সরকার বিজেপির বিরোধিতা করতে করতেই ইতিমধ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ সম্পূর্ণ চালু করেছে।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে ওই খসড়া রেগুলেশনের তীব্র বিরোধিতা করার দাবি আমরা রাজ্য সরকারের কাছে উত্থাপন করছি। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের সাথে সাথে রাজ্য সরকার এই শিক্ষা ধ্বংসকারী পদক্ষেপগুলি যাতে গ্রহণ না করতে পারে, তার জন্য তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করছি।

স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ উস্তিতে

স্মার্ট মিটার বন্ধ, ফিক্সড চার্জ-মিনিমাম চার্জ বাতিলের দাবিতে এবং দীর্ঘদিন নতুন সংযোগ ও খারাপ মিটার পরিবর্তন না করা, অস্বাভাবিক বিল, নোটিশ ছাড়া বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা, অভিযোগ জমা না নেওয়া সহ গ্রাহক হয়রানি, স্টেশন ম্যানেজার ও অফিসের কর্মচারীদের দাদাগিরির প্রতিবাদে বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি (অ্যাবেকা) ও সংগ্রামী সামাজিক সংগঠন পথের দাবির আহ্বানে দক্ষিণ ২৪ পরগণার উস্তি বিদ্যুৎ সাপ্লাই অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বিদ্যুৎ গ্রাহকরা। পরে স্টেশন ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন দেড় সহস্রাধিক মানুষ। উপস্থিত ছিলেন অ্যাবেকার রাজ্য সভাপতি অনুকূল ভদ্র সহ সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর একাধিক নেতৃবৃন্দ।

বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটির অন্যতম সংগঠক দিব্যেন্দু মুখার্জী এবং পথের দাবির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী নিরঞ্জন নস্কর। দীর্ঘক্ষণ স্টেশন ম্যানেজারকে ঘেরাও করে রাখা হয়। পরে ১১ জনের প্রতিনিধিদল ও স্টেশন ম্যানেজারের আলোচনা হয়।

গাজা দখলের মার্কিন-ইজরায়েলি চক্রান্ত
ধিক্কার ইজরায়েলি কমিউনিস্ট পার্টির

গাজা থেকে প্যালেস্টিনীয় জনগণের বিতাড়ন এবং গাজাকে দখল করার জন্য মার্কিন-ইজরায়েলি ষড়যন্ত্রকে ধিক্কার জানিয়ে ৫ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে ইজরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টি বলেছে, এর ফলাফল হবে ভয়ানক। বিশ্বের জনগণ প্যালেস্টিনীয় জনগণের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিকে সমর্থন করে পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করার যে আহ্বান রেখেছে, সকল স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের তা পূর্ণ সমর্থন করা উচিত। গাজার অধিবাসীদের বিতাড়ন করাটা মানবতার বিরুদ্ধে চরম অপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন বলেই আমরা মনে করি। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, গাজার ভবিষ্যৎ কী হবে সেটা প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে গঠিত প্যালেস্টিনীয় রাষ্ট্রই ঠিক করবে।

ট্রাম্পের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা এবং গাজাকে প্যালেস্টিনীয় শূন্য করে আমেরিকার দখলদারিতে নিয়ে আসা হবে গাজার জনগণের বিরুদ্ধে আর একটা অপরাধমূলক যুদ্ধ ঘোষণা। আমরা মনে করি গাজার জনগণ তাদের বাসভূমিতেই থাকবে এবং বিধ্বস্ত ভূখণ্ডকে নতুন করে পুনর্নির্মাণ করবে। আমরা আরও মনে করি প্যালেস্টিনীয় সমস্যা 'দুই রাষ্ট্র' ফর্মুলার দ্বারাই সমাধান সম্ভব।

ধানমণ্ডির বাড়ি ভাঙচুর সম্পর্কে
বাংলাদেশের বাম গণতান্ত্রিক জোটের বিবৃতি

বাম গণতান্ত্রিক জোটের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের এক জরুরি সভা ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ বাসদ (মার্ক্সবাদী) কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বামজোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লিগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলম, সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশিদ ফিরোজ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী) -র সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলি।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়ার যে আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, সেই আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পথে যখন অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, তখন কতগুলো কর্মকাণ্ড সামগ্রিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে।

পতিত স্বৈরাচার, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা-আওয়ামি লিগ বিদেশে বসে এমন কতক উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে যা আন্দোলনকারী শক্তিসহ দেশের মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। এ সব ঘটনাকে সামনে রেখে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের অংশ ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর বাড়িসহ নানা জায়গায় ভাঙচুর, বুলডোজার ব্যবহার এবং এসব বিষয়ে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা পুরো পরিস্থিতিকে সংকটপূর্ণ করে তুলেছে। দেশে কোনও সরকার থাকা অবস্থায় এ ধরনের ঘটনা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়। এর দায় সরকারকেই নিতে হবে।

আমরা সারা দেশে জানমালের নিরাপত্তা বিধান, ভয়ের আবহাওয়া সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি না হতে দিয়ে সকলের জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে দৃশ্যমান ভূমিকা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সরকারের নিষ্ক্রিয়তা থাকলে পুরো ঘটনা আরও জটিল হয়ে পড়বে। যা গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকেই প্রশ্নবিদ্ধকরার ও নানা শক্তিকে অপতৎরতা চালানোর সুযোগ করে দেবে।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দল, শক্তি ও দেশের সচেতন মহলকে সব ধরনের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে সজাগ থেকে '২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের চেতনা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, ফ্যাসিবাদ মোকাবেলায় ফ্যাসিবাদী কর্মকাণ্ড নয়, রাজনৈতিক ভাবেই সকল ধরনের ফ্যাসিবাদকে মোকাবেলা করতে হবে।

প্রকাশিত হয়েছে

সংগ্রহ করুন

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com